"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর হয়ে যাবে। অন্তিম সময়কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে চলতে-ফিরতে স্মরণে থাকার ডায়রেক্শন কেন দিয়েছেন?

*উত্তরঃ - (১) কেননা স্মরণের দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা দূর হয়। (২) স্মরণের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। (৩) এখন থেকে স্মরণে থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে অন্তিম সময়ে কেবল একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকবে। এ'কথা প্রচলিত আছে যে - অন্তিম সময়ে যে নারীকে স্মরণ করে.... (৪) বাবাকে স্মরণ করলে ২১-জন্মের সুখ সামনে চলে আসবে । বাবার মতো মিষ্টি জিনিস পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সেইজন্য বাবার ডায়রেক্শন হলো - বাচ্চারা, চলতে-ফিরতে আমাকেই স্মরণ করো"

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? এটা হল প্রিয়-র থেকেও প্রিয় সম্বন্ধ একের সাথে, যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। বাবা যখন বাচ্চাদেরকে দেখেন তখন বাচ্চাদের সব পাপ কেটে যেতে থাকে। আত্মা সতোপ্রধানের দিকে যাচ্ছে। দুঃখ তো অনেক আছে তাই না! গাইতেও থাকে - দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। এখন বাবা তোমাদেরকে সত্যি-সত্যি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। স্বর্গে দুঃখের নাম-লক্ষণ থাকে না। এইরকম বাবাকে স্মরণ করা খুব জরুরী। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা আছে, তাই না! এটা তো তোমরাই জানো বাবা কোন্ কোন্ বাচ্চাদেরকে ভালোবাসেন। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করো, দেহ মনে করো না। যারা ভালো রত্ন তারা চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, এটা কেন বলছেন? কেননা তোমাদের পাপের ঘড়া জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভরপুর আছে। তো এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা হয়ে যাবে। এটাও তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, এটা হল পুরানো শরীর। দুঃখ তো আত্মা-ই পায়। শরীরে চোট লাগলে আত্মারই দুঃখ ফীল (অনুভব) হয়। আত্মা বলে - আমি রুগী, দুঃখী। এটা হল দুঃখের দুনিয়া। যেখানেই যাও দুঃখই দুঃখ। সুখধামে তো দুঃখ হতে পারে না। দুঃখের নাম নিয়েছো তারমানে তোমরা দুঃখধামেই আছো। সুখধামে তো বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। সময়ও বেশী নেই, এখানে বাবাকে স্মরণ করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যত-যত স্মরণ করতে থাকবে ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। পুরুষার্থ করে স্থিতি এমন বানাতে হবে যে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একটা গীতও আছে - অন্তিম সময়ে যে স্ত্রীকে স্মরণ করবে... এখনই হল সেই অন্তিম সময়, তাইনা! পুরানো দুনিয়া দুঃখধামের অন্ত হবে। এখন তোমরা সুখধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। এটা তো স্মরণে রাখতে হবে তাই না। শূদ্ররা অনেক দুঃখী, আমরা দুঃখ থেকে বেরিয়ে পুনরায় এখন শীর্ষভাগে উঠছি তাই এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন মোস্ট বিলভড (most beloved, অত্যন্ত প্রিয়)। তাঁর মধ্যে কি এমন মিষ্টি জিনিস থাকে? আত্মা এই পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে থাকে তাই না। তিনি হলেন সকল আত্মাদের বাবা, তারথেকে মিষ্টি এই দুনিয়াতে আর কোনো জিনিস থাকতে পারে না। এত অসংখ্য বাচ্চা আছে, কতো তাড়াতাড়ি বাবাকে স্মরণ করতে পারো? এক সেকেণ্ডে। আচ্ছা, সমগ্র সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? সেটাও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অর্থ সহ আছে। যেরকম কোনও ড্রামা দেখে এলে, কেউ জিজ্ঞেস করে - ড্রামা স্মরণে আছে? হ্যাঁ বলার সাথে সাথে সমগ্র ড্রামা বুদ্ধিতে এসে যায়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন সেটা বর্ণনা করে শোনাতে তো টাইম লাগবে। বাবা হলেন অসীম জগতের বাবা, তাঁকে স্মরণ করলেই ২১ জন্মের সুখ সামনে এসে যায়। বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

সেকেন্ডের ব্যবধানে বাবার উত্তরাধিকার বাচ্চাদের সামনে এসে যায়। বাচ্চার জন্ম হলে বাবা জেনে যায় যে ওয়ারিস্ (উত্তরাধিকার) জন্ম নিয়েছে। সমগ্র সম্পত্তি স্মরণে এসে যায়। তোমরাও হলে বাবার এক-একটি আলাদা-আলাদা বাচ্চা, আলাদা-আলাদা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই না। আলাদা-আলাদা স্মরণ করো। আমি হলাম অসীম জগতের বাবার ওয়ারিস্ (উত্তরাধিকারী)। সত্যযুগে তো একটাই বাচ্চা হয়। সে-ই সমগ্র সম্পত্তির ওয়ারিস্ হয়। বাচ্চারা বাবাকে পায় আর বিশ্বের মালিক হয় এক সেকেণ্ডে। দেরী লাগে না। বাবা বলেন যে তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। ফীমেল (মহিলা) ভেবো না। আত্মা তো হলো বাচ্চা তাই না। বাবা বলেন যে সব বাচ্চাই আমার স্মরণে আছে। আত্মারা সকলে হল ভাই-ভাই। যে সব ধর্মাত্মারা আসে, তারা বলে যে সকল ধর্মের আত্মারা হল ভাই-ভাই। কিন্তু বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম বাবার মোস্ট বিলভড় (Most beloved, অতি প্রিয়) বাচ্চা। বাবার থেকে অসীম

জগতের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কিভাবে নেবে? সেটাও বাচ্চারা, সেকেন্ডে তোমাদের স্মরণে এসে যায়। আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, পুনরায় তমোপ্রধান হয়েছি, এখন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা জানো যে বাবার থেকে আমাদেরকে স্বর্গের সুখের উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহ তো হল বিনাশী। আত্মাই শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। পুনরায় গর্ভে এসে নতুন শরীর নেয়। শরীরের গঠন যখন পুতুল আকৃতির হয়, তখন আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সে তো হল রাবণের বশ। বিকারের বশে গর্ভ-জেলে যায়। সেখানে তো (স্বর্গে) রাবণ থাকবেই না, দুঃখের কোনও কথাই নেই। যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বুঝতে পারে যে - এখন এই শরীর ত্যাগ করে আমি অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করবো। সেখানে ভয়ের কোনও কথা নেই। এখানে তো কতো ভয় পায়। সেখানে নির্ভয় হয়ে থাকে। বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে অপার সুখে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যযুগে আছে অপার সুখ, কলিযুগে আছে অপার দুঃখ এইজন্য একে বলাই হয় দুঃখধাম। বাবা তো কোনও কষ্ট দেন না। যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, বাচ্চাকে দেখাশোনা করো, শুধু বাবাকে স্মরণ করো। গুরু গোসাই সবাইকে ছেড়ে দাও। আমি তো সকল গুরুর থেকে বড়, তাই না। তারা হল আমারই রচনা। আমাকে ছাড়া আর কাউকে পতিত-পাবন বলা হবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কি পতিত-পাবন বলবে? না। আমাকে ছাড়া অন্য কোনও দেবতাকেও বলতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলবে? এই জলের নদী তো সর্বদাই প্রবাহিত হচ্ছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদিও তো চলে আসছে। সেখানে গিয়ে স্নান করতেই থাকে। বর্ষার সময় বন্যা হয়। এটাও তো হল দুঃখ তাই না। অনেক দুঃখ হয়, বন্যার সময় দেখো কত মানুষ মারা যায়। সত্যযুগে তো দুঃখের কথাই নেই। পশু-পাখির দুঃখ হয় না, তাদেরও অকালে মৃত্যু হয় না। এই ড্রামাই এইরকম তৈরী হয়ে আছে। ভক্তিতে গাইতে থাকে - বাবা, তুমি যখন আসবে তখন আমি তোমারই হব। বাবা তো এসেছেন তাই না। দুঃখধামের অন্তে আর সুখধামের আদির মধ্যবর্তী সময়েই আসবেন, কিন্তু এটা কারোর জানা নেই। সৃষ্টির আয়ু কতো হয়, এটাও জানে না। বাবা কতো সহজ করে বলে দেন। আগে তোমরা জানতে কি, যে সৃষ্টির আয়ু হল ৫ হাজার বছর? তারা তো লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন যে ১২৫০ বছরের প্রত্যেক যুগ হয়। স্বস্তিকাতে সমান ভাবে চার ভাগ দেখায়। একটুও পার্থক্য হয় না। বিবেকও বলে যে অ্যাকুরেট হিসেব হওয়া উচিত। পুরীতেও ভাতের হাঁড়ি হয়, তো সেই ভাতও নিজে থেকেই সমান চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় - এইরকম যুক্তি বানানো হয়েছে। সেখানে ভাত অনেক খায়। জগন্নাথ বলো বা শ্রীনাথ বলো, বিষয় একই। দুজনকেই কালো দেখিয়েছে। শ্রীনাথের মন্দিরে ঘী-এর ভান্ডার থাকে। ঘী-এ ভাজা সব ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। বাইরে দোকান বসে। কতো ভোগ থাকে। সকল যাত্রীরা গিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে নেয়। জগন্নাথের কাছে আবার ভাত আর ভাত হয়। তিনি জগন্নাথ, ইনি শ্রীনাথ। সুখধাম আর দুঃখধাম কে দোখায়। শ্রীনাথ সুখধামের ছিলেন, আর তিনি দুঃখধামের। কালো তো এইসময় হয়ে গেছে - কাম চিতায় চড়ে। জগন্নাথকে কেবল ভাতের ভোগ দেয়। জগন্নাথকে গরীব আর শ্রীনাথকে ধনী দেখিয়েছে। জ্ঞানের সাগর হলেন এক বাবা-ই। ভক্তিকে বলা হয় অজ্ঞান, এর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল গুরু-দের আমদানী অনেক হয়, হুঁশিয়ার থাকে, তাঁর থেকে কেউ শিখলে তো সে বলবে - ইনি হলেন আমার গুরু। ইনি আমাকে এটা শিখিয়েছেন। সেসব হল শারীরিক, জন্ম গ্রহণকারী। এখন তোমাদের সাথে কে আছেন? বিচিত্র বাবা। তিনি বলেন যে এটা আমার শরীর নয়। এটা হল তোমাদের এই দাদার শরীর, যিনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তোমাদেরকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এনাকে গোমুখ-ও বলে দেয়। গোমুখ দেখার জন্য কতো দূর-দূর থেকে আসে। এখানেও গোমুখ আছে। পাহাড় থেকে জল তো অবশ্যই আসবে। কুয়ো-তেও প্রতিদিন জল পাহাড় থেকেই আসে, সেটা কখনও বন্ধ হয় না। জল আসতেই থাকে। যদি কোথা থেকে নালা বেরিয়ে আসে তো তাকেই গঙ্গা জল বলে দেয়। সেখানে গিয়ে স্নান করতে থাকে। গঙ্গা জল মনে করে, কিন্তু এই জলে স্নান করে পতিত থেকে পাবন থোড়াই হবে! বাবা বলেন যে - আমি হলাম পতিত-পাবন, হে আত্মারা আমাকে স্মরণ করো। দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবা তোমাদেরকে জন্ম-জন্মান্তরের করা পাপ থেকে মুক্ত করাচ্ছেন। এই সময় তো সমগ্র বিশ্বে সবাই পাপ করতে থাকে, কর্মভোগ আছে তাই না। পূর্ব জন্মে পাপ করেছে, ৬৩ জন্মের হিসেব-নিকেশ আছে। অল্প-অল্প করে কলা কম হতে থাকে। যেরকম চন্দ্রের কলা কম হতে থাকে। এখানে হল অসীম জগতের দিন-রাত। এখন সমগ্র দুনিয়ার উপর, তারমধ্যে মুখ্য ভারতের উপর রাহুর দশা বসে আছে। রাহুর গ্রহণ লেগেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছ এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলে থাকে। সত্যিকারের কালো বানিয়ে দেয়। কাম চিতাতে বসেছে, তার নিদর্শন দেখিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এসব কিছুই আসে না। একজনকে শ্যামলা, অন্যজনকে গোরা করে দেয়। এখন তোমরা গোরা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করবে তবে তো গোরা হবে, তাই না। এতে কষ্টের কোনও কথা নেই। এই জ্ঞান এখন তোমরা শুনছো,

পরে এই জ্ঞান পুনরায় প্রায় লোপ হয়ে যাবে। যদিও গীতা পড়ে শোনাবে কিন্তু এই জ্ঞান তো শোনাতে পারবে না। সেইসব হল ভক্তি মার্গের পুস্তক। ভক্তি মার্গের জন্য অনেক সামগ্রী আছে, অনেক শাস্ত্র আছে, কেউ কিছু পড়ে, কেউ কিছু করে। রামের মন্দিরেও যায়, রামকেও কালো করে দিয়েছে। বিচার (চিন্তন) করতে হবে যে কালো কেন বানায়? "কালী কলকাত্তেওয়ালী"- ও আছে, মা-মা বলে চিৎকার করতে থাকে, সবথেকে কালী হলো সে আর অত্যন্ত ভয়ংকর দেখায়। তাকে আবার মা বলে ডাকে। তোমাদের কাছে এই জ্ঞান বাণ, জ্ঞান কাটারী ইত্যাদি আছে। তাই তারা তাকে স্থূল হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে কালীর সামনে পূর্বে নর বলি দেওয়া হত। এখন গভর্মেন্ট সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। আগে সিন্ধুতে দেবীর মন্দির ছিল না। যখন বম্ব ফাটলো তখন এক ব্রাহ্মণ বললো যে কালী আমাদের আওয়াজ দিয়েছেন - আমার মন্দির নেই, তাড়াতারি বানাও, না হলে আরও বম্ব ফাটবে। ব্যাস্, অনেক পয়সা একত্রিত হয়ে গেলো, মন্দির হয়ে গেলো। এখন দেখো অনেক মন্দির আছে। উদ্ভ্রান্ত হয়ে মানুষ কতো জায়গায় যায়। বাবা তোমাদেরকে এই সবকিছুর থেকে মুক্ত করার জন্য বোঝাচ্ছেন, কারো নিন্দা করেন না। বাবা ড্রামার বিষয়ে বোঝাচ্ছেন। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে তৈরী হয়ে আছে। যাকিছু তোমরা দেখেছো, সেসব পুনরায় হবে। যে জিনিস নেই সেটা তৈরী হয়। তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদের রাজ্য ছিল, সেই রাজ্য আমরাই হারিয়ে ফেলেছি। এখন বাবা পুনরায় বলছেন - বাচ্চারা, নর থেকে নারায়ণ হতে হলে পুরুষার্থ করো। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক কাহিনী শুনে এসেছো। অমরকথা শুনেছো, শোনার পর কি কেউ অমর হয়েছে? কারো কি জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে? এসব কতা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এই চোখ দিয়ে কোনও ইভিল দেখবে না। সিভিল চোখ দিয়ে দেখো, ক্রিমিনাল চোখ দিয়ে দেখো না। এই পুরানো দুনিয়াকে দেখো না। এটা তো বিনাশ হয়ে যাবে। ববা বলছেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আর কারো রাজ্য হবে না। দুঃখের নাম থাকবে না।, তোমরা অত্যন্ত সুখী আর ধনবান হবে। এখানে তো মানুষ কতই না ক্ষুধায় কাতর হয়ে মারা যায়। সেখানে তো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তোমরা রাজ্য করবে। একটুখানি জমি চাই। ছোটো বাগান তারপর বৃদ্ধি হতে হতে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কত বড় হয়ে যায় আর ৫ বিকারের প্রবেশের কারণে তা কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। বাবা বলছেন কাম হলো মহাশত্রু, এর কারণেই তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করো। জ্ঞান আর ভক্তিকেও এখন তোমরা বুঝে গেছো। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এইজন্য এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করতে হবে। না হলে তো পাপ ভস্ম হবে না। বাবার স্মরণেই পাপ কাটবে। পতিত-পাবন হলেন এক বাবা-ই। কল্প পূর্বে যারা পুরুষার্থ করেছিল, তারা করেই দেখাবে। ঠান্ডা হয়ে যেও না। এক বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। সবাই দুঃখ দেবে। যিনি সর্বদা সুখ প্রদান করেন, তাঁকে স্মরণে রাখো, এতে ভুল করো না। স্মরণ না করলে পাবন কিভাবে হবে? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

১) এই চোখ দিয়ে ইভিল (খারাপ) দেখবে না। বাবা জ্ঞানের যে তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন, সেই সিভিল নেত্র দিয়েই দেখতে হবে। সতোপ্রধান হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সবকিছু দেখাশোনা করেও প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্থিতি এমন তৈরী করতে হবে যে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই যেন স্মরণে না আসে।

বরদানঃ- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তনকারী আধারমূর্তি ভব

তোমরা বাচ্চারা কেবল নিজের জীবনের জন্য আধারমূর্তি নও, বরং বিশ্বের সকল আত্মাদের আধারমূর্তি। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের আত্মারা আর প্রকৃতি দুটোই পবিত্র হচ্ছে। দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। যেহেতু এখন তোমরা এত বড় দায়িত্বের মুকুটধারী হয়েছো তাই ভবিষ্যতেও মুকুট এবং সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ- সর্বশক্তিমান বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে নাও তাহলে কোনও বিঘ্ন তোমাদেরকে বিঘ্নিত করতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;